যুগান্তর

তারিখ 3 JUL 2012
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

যশোরের কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী সংকট
একাদশ শ্রেণীতে অর্ধেক আসন শূন্য

যশোর ব্যুরো

রোববার থেকে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হলেও যশোরের অধিকাংশ কলেজে আসন শূন্য রয়েছে। শহরের হাতেগোনা দু'একটি কলেজ ছাড়া বাকিগুলোতে আসন সংখ্যার অর্ধেক শিক্ষার্থীও ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোর অবস্থা আরও করুণ। শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তি করার ক্ষেত্রে তাদের মন গলাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ, অনলাইনে ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা ও শিক্ষাবোর্ডের মার্কশিট বিলম্বে বিতরণ করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর যশোর বোর্ডে ১ লাখ ১৪ হাজার শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ঠেকাতে এ বছরই প্রথম অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। যেসব কলেজের আসন সংখ্যা ৬ শতাধিক সেগুলোতে অনলাইন এবং বাকিগুলোতে আগের নিয়মে ভর্তি করা হয়েছে। সেই হিসেবে বোর্ডের ২৫টি কলেজের মধ্যে যশোর জেলার ৪টিতে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু এসব কলেজের অধিকাংশ আসন শূন্য রয়েছে। অপরদিকে আগের নিয়মে ভর্তি প্রক্রিয়ায় সাড়া পড়েনি গ্রাম ও শহরের অন্যান্য কলেজে। তারা অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে রোববার থেকে ক্লাস শুরু করেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ও ডা. আবদুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ ছাড়া বাকিগুলোতে অর্ধেকের বেশি আসন খালি রয়েছে। যশোর সরকারি এমএম কলেজে ৫২৫ আসনের বিপরীতে ২৮৩ জন, সরকারি সিটি কলেজে ৫৫০ আসনের বিপরীতে ৩০৫ জন, সরকারি মহিলা কলেজে ৫৫০ আসনের বিপরীতে ৩৬১ জন, হামিদপুর আল-হেরা ডিগ্রি কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ২৫০ জন, যশোর কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ১৪২ জন ও উপশহর ডিগ্রি কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ১৭৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। একই অবস্থা অন্য কলেজগুলোতেও। গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোর শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহের চেষ্টা করেও কোন সুফল পাননি। উপজেলা পর্যায়ে একাধিক কলেজ থাকায় শিক্ষার্থী সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। উপশহর ডিগ্রি কলেজের একজন শিক্ষক জানান, অনলাইনে ভর্তির বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। এছাড়া দেরিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মার্কশিট দেয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, অনলাইনে এবারই প্রথম ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে এ ক্ষেত্রে একটু ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ১ জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে— এটি একটি ভালো উদ্যোগ। যশোর শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তা জানান, এখনও ভর্তি হওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীদের হাতছাড়া হয়নি। কেননা বিলম্ব ফি দিয়ে তাদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে।